সূরা ৮৬ ঃ তারিক, মাক্কী	٨٦ – سورة الطارق، مَكِّيَّةٌ
(আয়াত ১৭, রুকূ ১)	(اٰيَاتُهَا : ١٧، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা 'তারিক' এর গুরুত্ব

সুনান নাসাঈতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআয (রাঃ) মাগরিবের সালাতে সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসা পাঠ করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ "হে মুআয! তুমিতো (জনগণকে) ফিতনায় ফেলবে? وَالشَّمْسِ وَضُحَهَا–وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এবং এ ধরনের (ছোট ছোট) সূরা পাঠ করাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলনা?" (নাসাঈ ৬/৫১২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার;	١. وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ
(২) তুমি কী জান রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কি?	٢. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ

(৩) ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!	٣. ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ
(৪) প্রত্যেক জীবের উপরই সংরক্ষক রয়েছে।	٤. إِن كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌ
(৫) সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	٥. فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ
(৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে,	٦. خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ
(৭) এটা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে।	٧. يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ
(৮) নিশ্চয়ই তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান।	٨. إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٌ
(৯) যেদিন গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশিত হবে	٩. يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ
(১০) সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না।	١٠. فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

আল্লাহর বিভিন্ন অভূতপূর্ব সৃষ্টির শপথ গ্রহণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশ এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজির শপথ করছেন। طَارِق এর তাফসীর করা হয়েছে চমকিত তারকা বা নক্ষত্র।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিজ্ঞেস করেন ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ তুমি কি জান রাতে যা আর্বিভুত হয় তা কি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

আরও বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেন ঃ النَّجْمُ الثَّاقِبُ *ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!* কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তারকাকে 'তারিক' নামকরণ করার কারণ হল এই যে, উহাকে শুধু রাতে দেখা যায় এবং দিনের বেলা লুকায়িত থাকে। (তাবারী ২৪/৩৫১) তার এ মতামত প্রকাশের সমর্থনে একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় যে, যেখানে বলা হয়েছে *'তারুক'* অর্থাৎ সে তার পরিবারের কাছে রাত্রিবেলা আগমন করত। (ফাতহুল বারী ৯/২৫১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) '*শাকিব*' (ثَاقِبُ) শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রজ্জ্বলিত হওয়া'। (তাবারী ২৪/৩৫২) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং শাইতানকে দগ্ধ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ প্রত্যেক লোকের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একজন হিফাযাতকারী নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ

মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১)

মানুষকে সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম

এরপর মানুষের দুর্বলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মানুষের এটা চিন্তা করা উচিত যে, তাকে কি জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের সৃষ্টির মূল কি? এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে কিয়ামাতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি কেন পুনরুত্থানে সক্ষম হবেননা? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনি সৃষ্টি অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

মানুষ সবেগে স্খলিত পানি অর্থাৎ নারী-পুরুষের বীর্য দ্বারা আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে। এই বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে এবং নারীর বক্ষদেশ হতে স্খলিত হয়। নারীদের এই বীর্য হলুদ রঙের এবং পাতলা হয়ে থাকে। উভয়ের বীর্যের সংমিশ্রণে শিশুর জন্ম হয়। (দুররুল মানসুর ৮/৪৭৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান)। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হল ঃ বের হওয়া পানি বা বীর্যকে তিনি ওর জায়গায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। এটা মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) প্রভৃতি গুরুজনের উক্তি। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে আখিরাতের দিকে প্রত্যাবৃত্ত করতেও তিনি ক্ষমতাবান। এটা যাহহাকের (রহঃ) উক্তি। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। কেননা দলীল হিসাবে এটা কুরআনুল হাকীমের মধ্যে কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে।

বিচার দিবসে মানুষের পক্ষে কেহকে সাহায্য করার অনুমতি থাকবেনা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন গোপন বিষয়সমূহ খুলে যাবে, রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং লুকায়িত সবকিছুই বের হয়ে যাবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক গাদ্দার-বিশ্বাসঘাতকের পিছনে তার বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা প্রোথিত করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে ঃ 'এই ব্যক্তি হল অমুকের পুত্র অমুক গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাৎকারী।' (বুখারী ৬১৭৭, মুসলিম ৩/১৩৫৯)

সেই দিন মানুষ নিজেও কোন শক্তি লাভ করবেনা এবং তার সাহায্যের জন্য অন্য কেহ এগিয়েও আসবেনা। অর্থাৎ নিজেকে নিজেও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং অন্য কেহও তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেনা।

(১১) শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি,	١١. وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ
(১২) এবং শপথ যমীনের যা বিদীর্ণ হয়,	١٢. وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ
(১৩) নিশ্চয়ই আল কুরআন মীমাংসাকারী বাণী,	١٣. إِنَّهُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ
(১৪) এবং এটা নিরর্থক নয়।	١٤. وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ
(১৫) তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,	١٥. إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدٗا
(১৬) আর আমিও ভীষণ কৌশল করি।	١٦. وَأَكِيدُ كَيۡدٗا
(১৭) অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।	١٧. فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًا.

আল কুরআনের সত্যতা এবং একে অমান্যকারীর শাস্তির প্রতিশ্রুতি

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ رَجْع শব্দের অর্থ হল বৃষ্টি। (তাবারী ২৪/৩৬০) অন্যত্র তিনি বলেছেন যে, বৃষ্টি রয়েছে যে মেঘে সেই মেঘ। এই বাদলের মাধ্যমে প্রতিবছর বান্দাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, যে রিয্‌ক ছাড়া ওরা এবং ওদের পশুগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হত। (তাবারী ২৪/৩৬০) সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহের এদিক ওদিক প্রত্যাবর্তন অর্থেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যমীন চৌচির হয়ে যাবে যেমনভাবে গাছপালা উৎপাদিত হওয়ার সময় ভূমির

অবস্থা হয়। (তাবারী ২৪/৩৬১) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। (দুররুল মানসুর ৮/৪৭৭) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ নিশ্চয়ই আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী। ন্যায় বিচারের কথা এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিরর্থক ও বাজে কথা সম্বলিত কোন কিস্‌সা-কাহিনী এটা নয়। কাফিরেরা এই কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে। নানা রকম ধোঁকা এবং প্রতারণার মাধ্যমে লোকদেরকে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا হে নাবী! তুমি এই কাফিরদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও, তাদের ব্যাপারে ত্বরা করনা, একটু অপেক্ষা কর, তারপর দেখবে যে, অচিরেই তারা নিকৃষ্টতম আযাবের শিকার হবে। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪)

সূরা তারিক এর তাফসীর সমাপ্ত।